KANDI RAJ COLLEGE (6)

4TH- SEM- BENG-G-L-CC-T-2

SYNOPSIS — (19)

Dr Shila Bhattacharyya
Dept of Bengali
KANDI RAJ COLLEGE
MSD. W.B

11.05.2020

নাটক মুক্তধারা- রাজা-রণজিৎ

(১)

নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ

বিভূতি ও রাজা রণজিৎ

'মুক্তধারা' নাটকের প্রধান চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি চরিত্র রাজা রণজিৎ ও বিভূতি - যারা চারিত্রিক প্রকৃতির দিক থেকে বিপরীত চরিত্র। রাজপুত্র অভিজিতের বিপরীত দিকে অবস্থান করছে। তিনজনই উত্তরকূটের রাজপরিবারের সঙ্গে যুক্ত। রাজা হলেন রণজিৎ, বিভূতি তাঁরই আজ্ঞাবহ মন্ত্রী (ইঞ্জিনিয়ার)। রাজার সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের রূপায়ণে এই বিভূতি, আর অভিজিৎ রাজপরিবার থেকে (যাকে) অধীন সুত্র হিসাবে অভিজিত (শাসন থেকে) উৎখাত করে মুক্তধারাকে মুক্ত করে সাধারণ জনগণ প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে।

(২)

বিভূতি চরিত্র

বিভূতি চরিত্র - রবীন্দ্রনাথ তাঁর মুক্তধারা নাটক (গল্পনাট্যে) বিভূতির মধ্যে ঐশ্বর্য মোহও দম্ভ দেখিয়েছেন। বিভূতি আকাঙ্ক্ষিত ভয় বা ঐশ্বর্য। এই ঐশ্বর্য মোহই তার নিজ লোভ চরিতার্থ করে, বাঁধ তৈরি করে মুক্তধারার মুক্তিকে তার দাসত্ব অধীনে নাটক লোভ।

বিভূতি রাজা রণজিতের নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে 'অচলায়তন' কাজে উপর বাঁধ দিয়েছে। এই অপ্রভেদী লৌহযন্ত্রটি নির্মাণে দুই বিভূতি সুদীর্ঘ ২৫ বছর সময় নিয়ে। মুক্তধারার উপর নির্মিত এই বাঁধযন্ত্রটি ও বিভূতির অবস্থান পাকাপাকি হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শাসক-প্রজাদের শোষণের।

নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র।
তুমি চক্রমন্ত্রের মন্ত্রিত, তুমি বজ্র বহ্নি বিদ্যুৎ।

কিন্তু এর মধ্যে যন্ত্রের অমানবিকতা সম্পর্কে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, প্রকৃতির বাঁধনে অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রয়ে এই যন্ত্র। বিভূতি

শীলা ভট্টাচার্য
১১.০৫.২০

রাজ দিগন্তে এক ধ্রুবতারা আবির্ভাব ঘটেছিল, সাম্রাজ্যের
ভূতলে জন্মেছে যাঁর সাহস শৌর্য বীর্যের নীলাভ কল্লোল, বিশ্বজিৎ দস্যুর
হয়েছে সাম্রাজ্যের বিশ্বাসী- অভিজিতের সীমাহীন প্রাণশক্তি। যে বীর বন্দীর সংগীত
মন্ত্র জপেছে, সেই বীর নির্মাণের চিত্র পাঠের মধ্যে অভিজিৎ জানল, যে লক্ষ্য
সংগ্রামের আগুন জ্বেলে দিল, জনতা তোড় নিজামের অন্তঃপুরে মুক্তিমন্ত্রে মুক্ত করে দিল।
যন্ত্রের পরাক্রম ও ষড়যন্ত্র বিশ্বজিৎ দস্যু ও তার দলের মূল হল নায়কের সমাপ্তিতে।

(৩)

রাজা রণজিৎ চরিত্র

যুবরাজ অভিজিতের পিতৃরূপে দেখতে (চরিত্রের প্রতিটিতে) আমরা পাই রাজা রণজিৎ,
উত্তরপুরের রাজা রণজিতের মধ্যে রণজিতের আদর্শই শুধু প্রকাশ নয়, (সুন্দর)
যেখানে সমাপ্তি টানতে হয়, এই সাম্রাজ্যবাদী শাসক জনগণের ও মানবতাবাদ,
'রণজিতের' মধ্যে দিয়ে রূপায়ণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর, আন্দোলনের দেশপ্রেমিক
শক্তিমদমত্ত। সাম্রাজ্য লোলুপ সর্বগ্রাসের ইঙ্গিত জাগিয়েছে,
রাজা রণজিৎ মন্ত্রীর মন্ত্রণাসভায় শিক্ষা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগিয়েছে দিয়েছে
(নিজ রাজ্যে যে ভাবে) বিদেশি প্রজাদের (শিবতরাই-এর) অধিকার প্রতি দিয়ে পরুষ ভাব আমরা দেখতে পাই,
এবং শাসন করতে শিক্ষা দান করতে হবে এটাই রণজিতের বক্তব্য।
ভৈরবের ষড়যন্ত্র মেনে যে জনগণের ঘাড়ে পড়েছে (মুক্তিকামী) তাদের সমস্ত
অধিকার। রাজা রণজিৎ ক্ষমতার দম্ভে তাদের বীর দিয়ে কঠোর শিক্ষা দেবেন
শাসন ব্যবস্থার জন্যে শিবতরাইয়ের দুর্বিনীত প্রজাদের শাসনের জন্যে,
তাদের অপরাধ রাজার সমালোচনা করার দোষে, রণজিতের
পিতৃত্ব (দাদা) বিশ্বজিৎ রণজিতের কাছে এই প্রশ্ন রেখেছেন দেবতার বিচারে
সমস্ত হৃদয়ের জন্য তাঁর ক্ষমতার মধ্যে যে জনগণের দোষ দিয়েছে- তাদের
রাজার কষ্ট করেছেন? রণজিতের দায়িত্ব উত্তর- 'সাম্রাজ্যের জন্য',
এই দম্ভ প্রভৃতি যে ভৈরব চিরকাল সত্য করেছে, তাঁরই দূত অভিজিৎ- মিত্রীদ,
যাকের পালিত পুত্র হয়ে রণজিতের মুখোমুখি প্রশ্নবিদ্ধ করেন নিজের
জীবন দিয়ে। শুধু শোষিত শিবতরাইয়ের প্রজাদের মুক্তি নয়, তাঁর পিতার (রণজিতের)
অহঙ্কার চূর্ণ করে সাম্রাজ্যের মুক্তির পথ দেখিয়ে গেল।

শাশ্বতী ভট্টাচার্য